Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

৪২শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩০শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৬২ ইংরাজী 14th Mar. 1956 | ৪২শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হ্যাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক। নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

দূরের মানুষ কাছে হয়
ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ কাপড়ে পটীতে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

এখানে দি মডার্ণ হোমিও রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট কোম্পানী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত যাবতীয় হোমিও ইন্‌-জেকশান এবং পেটেণ্ট ঔষধ কোম্পানীর দরে বিক্রয় হয়। ব্যবহারে ফল সুনিশ্চিত। এই মাত্র বাহির হইল ডাঃ সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত হোমিও ও বাইওকেমিক মতে "বসন্ত চিকিৎসা" মূল্য মাত্র আট আনা।

হ্যানিম্যান হল
খাগড়া মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৬২ সাল।

প্যারিমোহন সার্ব্বভৌমের কুলের কথা—

—•—

সার্ব্বভৌম মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিতগণের কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি কথায় কথায় তাঁহার বিদ্যার গরম দেখাইতে কসুর করিতেন না। বড় বড় রাজা মহারাজাদের বাড়ীতে যে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। তিনি উচ্চ বিদায় পাইতেন। তাঁহার দোষের মধ্যে "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং"—এই বাক্যের অস্তিত্ব কখনও দেখা যায় নাই। তাঁহার সমকক্ষ শাস্ত্রজ্ঞ সে কালে আর কেহ না থাকায় এত দাম্ভিকতা দেখাইয়াও উঁচু মাথায় কাল কাটাইয়া সত্তরের কোটা পার হইতে চলিলেন।

ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহে বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় সার্ব্বভৌম একটি কুল গাছের নীচে শৌচক্রিয়া সমাপন করিতেছেন। হঠাৎ বাতাসে একটি কুল তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল দেখিয়া সেটি তুলিয়া লইয়া বোঁটাটি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তিনি যে অশুচি অবস্থায় আছেন তাহা বিস্মৃত হইয়া কুলটি মুখে ফেলিয়া দিবা মাত্র তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। তিনি থু থু করিয়া কুলটি তৎক্ষণাৎ মুখ হইতে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার এই অপকর্ম্ম অন্য কেহ দেখিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে এই ভাবনায় সার্ব্বভৌম চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন—অদূরে এক কৃষক তাহার খড়ের চালে উঠিয়া চাল মেরামত করিতেছে। সন্দেহ হইল, যদি কেহ তাঁহার অশুচি অবস্থায় কুল খাওয়া দেখিয়া থাকে তবে ঐ চাষা ছাড়া আর কেহ দেখে নাই। পর দিন স্নান করিয়া পূজাদি সমাপনান্তে পূজার নিবেদিত ফল কৃষককে দিয়া বলিলেন—এই প্রসাদ তুমি, তোমার ছেলে মেয়েরা সব খাবে। কৃষক ব্রাহ্মণের প্রদত্ত প্রসাদ লইয়া তাঁহাকে সভক্তি প্রণাম করিল। সার্ব্বভৌম মহাশয় তখন তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন—দেখ বাবা দাসের পো, বয়স হ'য়েছে। গতকাল আমি মনের ভ্রমে আনমনে অশুচি অবস্থায় কুলটি মুখে ফেলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থু থু করে ফেলে দিয়েছি। একটুকুও গিলিনি। এ কাজটা আমার মত ক্রিয়ানিষ্ঠ ব্রাহ্মণের পক্ষে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। তুমি কথাটা কারো কাছে বলো না বাবা। চাষা সার্ব্বভৌমের কুল খাওয়ার ব্যাপার দেখেও নাই কিছু জানেও না। তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি হইতে বুঝিয়া যখন তখন প্রসাদ পাইবার আশায় বলিলেন—দেবতা, ওতে দোষ কি? আমরা কুল তো কুল ঐ অবস্থায় আচলে মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে চলি। নদীর ধারে বা পুকুরের ধারে গিয়ে তবে শুচি হই। ওতে কোন দোষ নাই। সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন বাবা আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—আমাদের এ ভুল খুব মারাত্মক! যেন কারো কাছে গল্পচ্ছলেও বলোনা বাবা। চাষা যেন সব ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছে এই ভাব দেখাইয়া তাঁহাকে অভয় দিল।

কয়েক দিন পর চাষার একটি গরুর বাছুর গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় মারা যায়। চাষা তার ছেলেকে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কাছে ব্যবস্থার (পাঁতি) জন্য পাঠাইল। সার্ব্বভৌম ছেলেটিকে বলিলেন—পাঁতি নেবার টাকা কই? ছেলেটি তার বাবার নাম করিয়া বলিল—আমি গগন দাসের ছেলে। বাবা বলেছে—ঠাকুর মশায় কিছু নেবেন না। আমার নাম ক'রে বলিস্ পয়সা চাইবেন না। চাষার ছেলের কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ব্যবস্থা লিখিয়া দিলেন কিন্তু সেদিন আর তাঁহার অন্ন জল পেটে গেল না। কেবল ভাবিতে লাগিলেন—ছেলেটা যখন ওর বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো—কেন পয়সা লাগবে না বাবা? তখন চাষা আমার সেদিনকার কুলের ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক সব তার ছেলেকে নিশ্চয় বলেছে। কেবলি তিনি প্রত্যহ ভাবিতে লাগিলেন—ছেলেটা আবার গরু চরাইতে গিয়া আর পাঁচটা রাখালকে গল্প করিবে। এ আর গোপন থাকে না।

দিন কয়েক পর সার্ব্বভৌম মহাশয় শুনিলেন—তাঁহার গ্রামের ক্রোশ খানেক দূরে গোপীনাথপুরের রামলাল বসুর মাতৃশ্রাদ্ধ হইয়া গেল। পূর্ব্বে এই বোসেদের বাড়ীতে কত বার তাঁর আহ্বান হয়েছে। এবার কেন হলো না। নিশ্চয় বেটা চাষা হ'তেই ব্যাপারটা প্রকাশিত হ'য়ে আমার নিমন্ত্রণ বন্ধ হ'তে সুরু করলো! লোকের অবস্থা খারাপ, কোন রূপে দায়সারা ক'রে মাতৃশ্রাদ্ধ সেরেছে, এ কথা সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মনে স্থান পায় না। উনি কেবল তাঁর কুলের কথাই সব ব্যাপারে আশঙ্কা ক'রে চিন্তান্বিত হন।

মাস কয়েক পর জাহানাবাদের জমিদার শ্যামাচরণ রায়ের মাতৃশ্রাদ্ধে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সভাস্থ হইবার নিমন্ত্রণ পাইয়া ব্রাহ্মণ যেন প্রকৃতিস্থ হইলেন। শ্রাদ্ধে বরণের কাপড়, চাঁদির বাসন, নগদ বিদায় বেশ পাইলেন। বৈকাল বেলায় ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ভদ্রজনগণের মধ্যে একদল বৈষ্ণব খঞ্জনী, খমক ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহ সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা গান ধরিয়াছে—

"তোমার কুলের কথা বলে দিব
শ্যাম রায়ের কাছে—"

এই গান ধরা মাত্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের প্রাণ চমকাইয়া উঠিল। তিনি যে নগদ দক্ষিণা পাইয়াছিলেন তার মধ্যে একটি টাকা গায়কদের সামনে ফেলিয়া দিয়া হাত ইসারা করিলেন—যেন না বলা হয়। বৈষ্ণবরা পণ্ডিত মহাশয় গানে বেশ মুগ্ধ হইয়াছেন ভাবিয়া পুনঃ পুনঃ গাইতে লাগিল—

তোমার কুলের কথা বলে দিব
শ্যাম রায়ের কাছে—
স্বদেশে বিদেশে জানতে
বাকি কিবা আছে—

(কথা বলে দিব হে, কুলের কথা বলে দিব হে)

এবার সার্ব্বভৌম মহাশয় বাকি টাকা সব তাদের দিয়ে দিলেন—তারা পণ্ডিত মহাশয়কে আরও খুসী করার জন্য কায়দা ক'রে গাইল—

"মানবো না হে, বলে দিব মানবো না হে"

এবার সার্ব্বভৌম মহাশয় বরণের থান তাদের দিয়ে দিলেন। তারা তাঁকে গান খুব ভাল লেগেছে মনে ক'রে গাইতে লাগিল "কুলের কথা বলে দিব শ্যাম রায়ের কাছে প্যারী মানবো না হে! তোমার কুলের কথা বলে দিব শ্যাম রায়ের কাছে।"

এবার চাঁদির বাসন যা পেয়েছিলেন তাও দিলেন। গায়করা তবুও তাঁকে গান খুব মিষ্ট লেগেছে নইলে এত দিচ্ছেন কেন—এই ভেবে, মাথা নেড়ে ভঙ্গী করে গাইতে লাগিল। "ওহে প্যারী মানবো না হে। শ্যাম রায়ের কাছে বলে দিব মানবো না হে।"

বাড়ীর কর্ত্তার নাম **শ্যাম রায়,** সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নাম **প্যারী** বেশ মিলে গিয়েছে।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের আর কিছু নাই যে দিবেন। তিনি গায়কদের নিজের দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"দে ব'লে দে, শ্যাম রায় কি আমার ছাতা দিয়ে মাথা রেখেছে! প্যারী সার্ব্বভৌম আর কাউকে ভয় করে না। যা ভাগ্যে আছে হবে।"

সভাশুদ্ধ লোক সব অবাক। সবাই সার্ব্বভৌম মহাশয়কে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি রাগে থর্ থর্ করে কেঁপে তাঁর অস্পৃশ্য অবস্থার ভ্রম আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করে গগন দাস চাষার কাছে এই ব্যাটারা শুনে এরা দেশে দেশে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে। যা পেলাম সব ব্যাটাদের দিলাম তবু বলে মানবো না—বলে দিব। দেখি আমার কি করে শ্যাম রায়। আমাদের রাজসভাতেও এই রকম ব্যাপার ঘটেছে।

নেতাজীর জীবিত থাকার কথা শ্রীজওহরলাল বিশ্বাস করেন না

নেতাজী আসামের সীমান্ত সংলগ্ন সিকিয়াংএ অবস্থান করিতেছেন বলিয়া যে খবর প্রচারিত হইয়াছে রাজ্যসভায় প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, সে সংবাদ তিনি বিশ্বাস করেন না। জনাব বালিউল্লা সৈয়দ জিজ্ঞাসা করেন—সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে মাদ্রাজ বিধান সভার সদস্য শ্রীএম, এল, টেবর বলিয়াছেন যে, সুভাষ বসু জীবিত আছেন, তিনি চীনের সিকিয়াং প্রদেশে আছেন। শ্রীযুত টেবর তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছেন এই সংবাদ ভারত সরকার দেখিয়াছেন কি না? লিখিত উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বলেন—গত কয়েক বৎসরে ভারত সরকার যে সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে ভারত সরকার নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হইয়াছে।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় অঙ্কের প্রশ্নপত্র

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার অঙ্ক প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে মধ্যশিক্ষা পর্ষতের য়্যাডমিনিষ্ট্রেটর ডাঃ জে, এন, মুখার্জী অঙ্কের প্রধান পরীক্ষকবর্গের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

পুনরায় অঙ্ক পরীক্ষা গ্রহণের দাবীতে ইতিমধ্যেই নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির এক প্রতিনিধি দল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

ডাঃ মুখার্জী দুই এক দিনের মধ্যেই প্রশ্নকর্ত্তা এবং ইহার পর্য্যবেক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া এই সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

বিজ্ঞপ্তি

—০—

মুর্শিদাবাদ জেলা শাসকের সম্মতিক্রমে এবং স্থানীয় সাংবাদিক ও প্রতিনিধি স্থানীয় জনসাধারণের সহিত আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জানানো যাইতেছে যে আগামী ২৬শে ও ২৭শে মার্চ্চ সোম ও মঙ্গলবার দোলযাত্রা উপলক্ষে (১) উর্দ্দি পরিহিত পুলিশ ও সেনা বাহিনীর কোনও কর্ম্মচারী; (২) আই-এ ও আই-এস্-সি পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থিনী; (৩) রুগ্নব্যক্তি ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী এবং (৪) অনিচ্ছুক ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে কেহ যেন রং ইত্যাদি না দেন, এই আদেশ অমান্য করিলে ফৌজদারী আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

দোল উৎসব উপলক্ষে কাদা বা নর্দ্দমার ময়লা বা তদ্রূপ কোনও পদার্থ ব্যবহার করিলে কিংবা সদর রাস্তায় ও রেলওয়ে ষ্টেশনে কেহ রং বা ময়লা দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে আইনানুসারে তাহাও দণ্ডনীয় হইবে। দোলযাত্রার উভয় দিনেই অপরাহ্ণ ৫টার পর তরল রং বা নোংরা বা ক্ষতিকর বা আপত্তিজনক কোনও পদার্থ কাহারও দিকে নিক্ষেপ করিলে তাহাও দণ্ডনীয় হইবে।

বহু অভিভাবকের অভিমত অনুযায়ী ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীদের জন্য আগামী ২৭শে মার্চ্চ মঙ্গলবার সকাল ৯ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত রাস্তার উপরে রং খেলা বন্ধ রাখিবার জন্য সকলকেই বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। রং খেলা সম্বন্ধে সকলের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া যে উপরি উল্লিখিত নিয়মগুলির প্রবর্ত্তন করা যাইতেছে, আশা করি ঐগুলি পালনের জন্য সর্ব্বসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যাইবে।

শ্রীতারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
১১।৩।৫৬ আরক্ষাধ্যক্ষ, মুর্শিদাবাদ।

Government of West Bengal
Office of the Collector of Murshidabad
Tanks Improvement Department.

Notice.

Sealed tenders are invited for re-excavation of 48 (forty eight) derelict irrigation tanks and will be received by the Tanks Improvement Officer, Murshidabad (Berhampore) upto 2-30 P.M. of 4. 4. 56.

2. Tenders should be submitted in prescribed form obtainable free from the office of the Tanks Improvement Officer, Murshidabad (Berhampore) and must be accompanied with a treasury chalan showing deposit of 5% of the tendered rates as earnest money and with income tax clearance certificate or a declaration made before a first class Magistrate stating that the tenderer had no taxable income within the last 3 years.

3. Detailed informations as regards the works may be seen at any time during office hours in the Tanks Improvement Office, Berhampore.

4. Tenders will be opened by the Tanks Improvement Officer, Murshidabad (Berhampore) at 3 P.M on 4. 4. 56 before such contractors or their representatives as may be present.

5. The undersigned reserves the right of accepting the lowest or any tender without assigning any reason whatsoever.

Dated, Berhampore, the 8th March, 1956.

Sd/ A. L. Banerje
For Collect
Murshidaba

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ গন্ধসারে সুবাসিত এই পরিস্রুত ক্যাস্টর অয়েল কেশের সৌন্দর্য্য বর্ধনে অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:-

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট:— **ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দরবপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত